দামুড়হুদা বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় কন্যার পিতাকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগী গ্রামে বাল্য বিয়ের আয়োজন করায় কন্যার পিতাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ও বরযাত্রীদের খাদ্য সামগ্রী এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

জানাগেছে, উপজেলার ডুগডুগী গ্রামের মৃত লুৎফুর রহমানের ছেলে মো: আমির হোসেনের নাবালিকা মেয়ের বিয়ের আয়োজন করলে গোপন সংবাদ পায় উপজেলা প্রশাসন।

সরজমিনে ঘটনাস্থলে আসেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস। ঘটনাস্থলে এসে তিনি বাল্য বিয়ের আয়োজনের সত্যতা পান এবং কন্যার পিতা মাতা দোষ স্বীকার করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এর ৮ ধারা অনুযায়ী বাল্যবিবাহের আয়োজন করার অপরাধে কন্যার পিতা মো: আমির হোসেন (৪২) কে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজিত খাদ্য সামগ্রী গুলো উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা মুকামতলা এতিম খানায় বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে মেয়ের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবেনা মর্মে মুচলেকা প্রদান করেন মেয়ের পিতা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

আলমডাঙ্গা চেয়ারম্যান পদে

প্রতীক নিয়ে কাড়াকাড়ি, লটারিতে সমাধান

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পাঁচজন জন চেয়ারম্যান পদে পছন্দের প্রতীক নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আনারস প্রতীক প্রার্থীর পছন্দের তালিকায় থাকায় লটারির মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসকের হলরুমে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যান পদে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করে বসেন। সমস্যা সমাধানে রিটার্নিং কর্মকর্তা লটারির উদ্যোগ নেন। চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী পাঁচজন প্রার্থীর মধ্যে চারজন প্রার্থীর সবাই লটারির মাধ্যমে প্রতীক পেয়েছেন। তবে ভাইসচেয়ারম্যান (পুরুষ) ও ভাইসচেয়ারম্যান (মহিলা) তাঁদের পছন্দের প্রতিক পেয়েছেন।

এদিকে প্রতীক পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ভোটের প্রচারণায় নেমে পড়েছেন। উপজেলা জুড়ে পোস্টার টাঙানোর কাজ শুরু করেছে নেতাকর্মীরা। দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আগামি ২১ শে মে ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন (দোয়াত কলম) প্রতীক, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন-আহবায়ক জিল্লুর রহমান (ঘোড়া), সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও শিক্ষানুরাগী নুরুল ইসলাম (কাপ পিরিচ), রাজধানী ঢাকার দারুস সালাম থানা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোমিন চৌধুরী ডাবু (আনারস) ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কে.এম মঞ্জিলুর রহমান (মোটরসাইকেল) প্রতীক পেয়েছেন।

মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা তাঁদের পছন্দের প্রতীক পেয়েছেন। বর্তমান উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু (হাঁস) প্রতিক পেয়েছেন। এছাড়া

মনিরা খাতুন (কলস) ও কাজল রেখা (ফুটবল) প্রতীক পেয়েছেন।

এদিকে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইসচেয়ারম্যান পদে অংশ নিয়েছেন ৮ জন প্রার্থী। টিউবওয়েল প্রতিক চেয়ে তিনজন ও চশমা প্রতিকে চেয়ে ৪ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে লটারির মাধ্যমে আহমেদ হাসিব খাঁন (তালা), মামুনুর রহমান (বই), আজিজুল হক (উড়ো জাহাজ), আজিজুল হক (টিয়া পাখি), মকলেছুর রহমান (টিউবওয়েল), মাসুম বিল্লাহ (মাইক), মিজানুর রহমান (চশমা), সোহেল রানা শাহীন (পালকি) প্রতিক পেয়েছেন।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও রিটার্নিং অফিসার আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মো. নাজমুল হামিদ রেজা জানান, বেশির ভাগ চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে একাধিক প্রার্থী একই প্রতীক দাবি করেন, যা লটারির মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। যা, পরবর্তীতে তাঁরা লটারিতে পাওয়া প্রতীক পেয়ে খুশি হয়েছেন।

আলমডাঙ্গার শ্রীপুর-নারায়ণপুর মাঠে পান বরজে আগুন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে ১৬ বিঘা পানের বরজ ও কলা বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের দুয়ারপাড় মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ও হরিণাকুন্ডু ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে জামজামি ইউনিয়নের দুয়ারপাড় মাঠের একটি পান বরজে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহুর্তেই আগুন পাশের পান বরজে ছড়িয়ে পড়ে। একে একে প্রায় ৩০টি পান বরজ ও ২টি কলা বাগান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়।

ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন-লিফাজ উদ্দিন ২ বিঘা, রফিকুল ১০ কাঠা, রাহুল

১বিঘা,খাজা ১০ কাঠা,মানোয়ার ১০ কাঠা, আলী হোসেন ১০ কাঠা, জয়বদ্দিন ১০ কাঠা, ঝন্টু ১ বিঘা, শীলু ১৫ কাঠা, রবিউল ১৫ কাঠা, ডাবু ১ বিঘা, বকুল ১৫ কাঠা, রইছ ১ বিঘা, জোরাপ ১০ কাঠা, হারুন ১০ কাঠা, পাপ্পু ১০ কাঠা, সুজন ১০ কাঠা, মধু ১০ কাঠা, আদম ১০ কাঠা, বাবুল ১০ কাঠা, মুনিয়ার ৫ কাঠা, ফরিদ ১০ কাঠা, কদম ১০ কাঠা, জমির ১০ কাঠা, বাচ্চু ১০ কাঠা। মোট ২৬ জন কৃষকের প্রায় ১৬ বিঘা জমি ভস্কিভূত হয়েছে।

ইউপি সদস্য আব্দুর রাজ্জাক জানান, আগুনের সূত্রপাত হলে, গ্রামের শতাধিক লোকজন নিয়ে আগুন নেভাতে ছুটে যান। মাঠে পুকুর কিংবা ডোবা না থাকায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয় বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে বসতবাড়ির পাশের বাঁশবাগানের আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, দুয়ারপাড় মাঠে ফায়ার সার্ভিসের পানিবাহী গাড়ি প্রবেশ করতে পারেনি। এছাড়া মাঠের ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিনও তালাবদ্ধ থাকায় পানি পায়নি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এতে আগুন নেভাতে তাদের বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীতে বসতবাড়ির নলকূপের পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন তারা।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন সমকালকে জানান, রাত সাড়ে ৭টার দিকে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গার দুইটি ইউনিট ও হরিণাকুন্ডুর দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভির জানান, বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন তদন্ত করা হয়েছে। দুয়ারপাড় মাঠের ৩০ টি পান বরজ ও ২টি কলা বাগান পুড়ে গেছে। এতে কৃষকের প্রায় ২০-২৫ লাখ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। তাদের ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষি সহায়তা করা হবে।

দামুড়হুদায় চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলমের গণসংযোগ ও পথসভা

আসন্ন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এস.এ.এম জাকারিয়া আলম আওয়ামী লীগের দলীয় সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও ব্যাপক গণসংযোগ করেছেন।

তিনি আজ বুধবার (১ মে) বিকেলে উপজেলার বিকেলে নাটদহ ইউনিয়নের হেমায়েতপুর চারুলিয়া সদরপুকুর জগন্নাথপুর আটখবর বিভিন্ন বাজারে যেয়ে সর্বস্তরের মানুষের নিকট দোয়া আশীর্বাদ ও সমর্থন চেয়ে পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন।

পথসভা,লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী এস.এ.এম জাকারিয়া আলম বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন পারকৃষ্ণপুর – মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। এবার দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হচ্ছেনা। এ কারণে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আগামীতে মানুষের সেবা করার সুযোগ চেয়ে প্রার্থী হয়েছি। আমি আপনাদের দোয়া ও অকুণ্ঠ সমর্থন প্রত্যাশা করছি। জীবনের শেষ সময়েও যেন আপনাদের সাথে পাশে থাকতে পারি। আশাকরি আপনারা আমাকে নিরাশ করবেন না।

আগামী ০৮মে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাচনে উপজেলার সকল ভোটারদের কাছে মোটরসাইকেল প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন। দামুড়হুদা উপজেলা কে স্মার্ট উপজেলা বিনির্মানে জনগণের অধিকার নিশ্চিতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বক্তব্য দেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এস. এ. এম জাকারিয়া আলম । পথসভায় উপজেলা ও ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

পারকৃরষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উন্মুক্ত বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় ইউনিয়ন হল রুমে বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আঃ রহমান।

১ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫৩০ টকার বাজেট পেশ করেন হিসাব সহকারী সাজিবুল ইসলাম।এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য আশিক ইকবাল চন্ঝল, খায়রুল বাশার, আবু সাঈদ, হযরত আলী, সাইফুল ইসলাম, রিজিয়া খাতুন, নিলুফা ইয়ামিন, নাসরিন সুলতানা পারুল প্রমুখ।

দর্শনার রামনগর প্রতিবন্ধী স্কুলে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্টিত

দর্শনা রামনগর প্রতিবন্ধী স্কুলে প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি ও প্রতিবন্ধীকতার ঝুকিতে থাকা ব্যাক্তিদের মোবাইল রিহ্যাবিলিটেশন এর মাধ্যেমে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পেইন ও ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে দর্শনা রামনগর প্রতিবন্ধী স্কুলে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্ধোধন করা হয়।বিদ্যালয়ের সভাপতি আঃ কাদেরর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রেজাউল ইসলাম,জমিদাতা মমিনুল ইসলাম, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, এম এ ফয়সাল, প্রতিবন্ধী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিরিনা আক্তার, সহকারী শিক্ষক শাহিনুর খাতুন,নাসরিন আক্তার, রনি খাতুন, ফ্রী চিকিৎসাদেন সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় চুয়াডাঙ্গার ফিজিও ককনসালটেন্ট নৃর আলম আকাশ, থেরাপি সহকারী সৌমা সরকার, রাজিবুল ইসলাম।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার সময় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে উন্মুক্ত বাজেটে সম্ভাব্য আই ও ব্যয় এর খসড়া অনুযায়ী ২৪-২৫ইং অর্থ বছরে ১কোটি ৮৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯শত ৩১ টাকার চুড়ান্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, আব্দুল্লাহ সেলিম, সাবিনা ইয়াসমিন, রওশনারা খাতুনসহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন।

চুয়াডাঙ্গায় উপজেলা নির্বাচনের প্রার্থীদের সাথে নির্বাচন কমিশনারের মতবিনিময় সভা

৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের

উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে আচরণ বিধি ও অন্যান্য বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আহসান হাবিব চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর জেলা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গনের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন।

নির্বাচন কমিশনার আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর জেলার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করেন। উপস্থিত নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বক্তব্য শোনেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বিভিন্ন আবেদন আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন আইন যথাযথভাবে মেনে চলার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম- সেবা, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা, ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস.এম. রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার সহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিজিবি, র্যাব ও আনসার বাহিনীর কর্মকর্তাগণসহ জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মেহেরপুর জেলার নির্বাচন অফিসার ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বৈশাখী মেলার নামে চলছে জুয়ার আসর

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর মনোহরপুর আমতলা ফসলী মাঠে বৈশাখী মেলার নামে চলছে জুয়ার আসর। প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রকাশ্যে এ জুয়ার আসর বসানো হলেও সবাই রয়েছেন নির্বিকার। জুয়ার আসরের খবরই জানে না উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসন। ফসলী জমিতে বৈশাখী মেলার নামে এ জুয়ার আসর চলছে।

জানা গেছে, প্রতিবছর একটি সিন্ডিকেট বৈশাখী মেলার নামে যাত্রা সার্কাসের আড়ালে উলঙ্গ নৃত্য গভীর রাতে মাদক বিকিনিকি জুয়ার বোর্ড র্যাফেল ড্র নামে চলছে রমরমা জুয়ার আসর।

২৫ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে এ মেলার আনুষ্ঠানিকতা প্রশাসনের নাকের ডোগায় প্রকাশ্য র্যাফেল ড্র টিকিট বিক্রি চলছে মাইকিং করে থানা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সামনে। প্রতিদিন খুব সকাল থেকে রাত ১০ টা অবদি প্রায় ১০০ মতো ভ্যান, ইজিবাইকে করে উচ্চ স্বরে মাইক বাজিয়ে বড়ো অংকের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রেফাল ড্র নামে জুয়ার টিকিট বিক্রি চলছে উপজেলা প্রশাসনের নাকের ডোগায়। মনোহরপুর মাঝের পাড়া আবাসন জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান খাঁন বলেন সিরু, মোস্ত, সেন্টু সহ একটি সিন্ডিকেট প্রতি বছর বিভন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে কোন সময় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কোন সময় নাম সর্বস্ব ক্লাবের নামে বৈশাখী মেলার নামে এ জুয়ার আসর করে থাকেন, এ সিন্ডিকেটের খুঁটির জোর কোথায়? এলাকায় চুরি, ডাকাতি বেড়ে যায় এ জুয়ার আসর বসার সাথে সাথে।

মনোহরপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আনিছুর রহমান শিমুল মল্লিক বলেন মেলার নামে এ জুয়া ও উলঙ্গ নৃত্য শুরু হওয়ার দিনই মনোহরপুর বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের দান বাক্স সহ বেশ কয়েক টিওবয়েল চুরি হয়েছে। এলাকার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে যে কোন সময় ঘটতে পারে অপ্রীতিকর ঘটনা।

সরজমিনে দেখা গেছে, মেলা মাঠের পশ্চিম পাশে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের স্টল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও দক্ষিণ পাশের অংশে মাঠের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে জুয়ার আসর। রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে এ মেলার সব আয়োজন বন্ধ করার কথা থাকলেও

শুধু জমজমাট জুয়ার আসর টিকিয়ে রাখতে গভীর রাত পর্যন্ত চলে জুয়ার রমরমা বাণিজ্য। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন আসছে এ জুয়ার আসরে। প্রতিটি জুয়ার বোর্ডে প্রতি রাতে হাজার হাজার টাকার জুয়াখেলা হচ্ছে।

স্থানীয় উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই প্রতিদিন উপজেলা শহরের ব্যস্ততম এলাকা মনোহরপুর আমতলা মাঠে প্রকাশ্যে এ জুয়ার বোর্ড চালানো হচ্ছে। প্রতিদিন উপজেলা প্রশাসন কে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে রফাদফা করে এ জুয়ার আসর চালাচ্ছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী গ্রুপ। অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিনি বলেন বৈশাখীর মেলার অনুমোদন আছে তবে জুয়া বা র্যাফেল ড্র অনুমোদন দেওয়া হয়নি আপনি বলেছেন এখনি ব্যবস্হা নেব।

জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা বলেন মেলার নামে কোন প্রকার জুয়া বা অশ্লীলতা মেনে নেওয়া হবে না আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিচ্ছি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। ১৫টি জায়গায় কাপড় টানিয়ে বসানো হয়েছে এ জুয়ার আসর। আর এসব জুয়ার বোর্ড থেকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা তুলছেন নিজেই। কথা হয় মেলা আয়োজক কমিটির অন্যতম সিরু ওরফে জুয়া সিরুর সাথে তিনি দম্ভের সাথে বলেন জুয়া জুয়া না, এটাও বৈশাখী মেলার একটা অংশ আমরা প্রশাসন কে ম্যানেজ করে এসব করছি লেখা লেখি করে কোন কিছুই হবে না।এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের হস্তক্ষেপ কামনা করছে এলাকাবাসী।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় আধুনিক পদ্ধতিতে আদা চাষ পরিদর্শনে জেলা কৃষি কর্মকর্তা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় আধুনিক পদ্ধতিতে আদা চাষ পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা।